অবস্থাতেও যে শ্রীকৃষ্ণসুখেই তাঁহাদের তাৎপর্য্য—তাহাই দেখানো হইয়াছে। কিন্তু সৈরিন্ধ্রীর ভাব রমণেচ্ছা প্রধান বলিয়া শ্রীগোপীগণের মত কেবল শ্রীকৃষ্ণসুখ-তাৎপর্যতা নাই—এই অপেক্ষাতেই নিন্দিত ; কিন্তু স্বরূপে নিন্দিত নয়। যেমন একটি বড় আলো জ্বলিলে ক্ষুদ্র আলো অনাদৃত হয়, তেমনই শ্রীগোপীগণের নির্ম্মল প্রেমভাস্করের নিকটে সৈরিন্ধ্রীর অর্থাৎ কুব্জার ভাব সম্ভোগেচ্ছাযুক্ত বলিয়া ক্ষুদ্র দীপের মত অনাদৃত ; স্বরূপতঃ কিন্তু পূজিতই। যেহেতু ১০।৪৮।৭ শ্লোকে শ্রীপাদ শুকমুনি তাহার প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন—"যিনি অপরিচ্ছিন্ন মাধুর্য্যে অনন্তনামে বিখ্যাত, সেই শ্রীকৃষ্ণের চরণযুগল স্পর্শের দ্বারা সেই সৈরিন্ধ্রী অনঙ্গতপ্ত কুচযুগলের ও বক্ষঃস্থলের এবং নয়নদ্বয়ের সন্তাপ বিদূরিত করিয়া দুই বাহু দ্বারা স্তনান্তর্গত আনন্দমূর্ত্তি কান্ত শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করতঃ দীর্ঘকাল শ্রীকৃষ্ণ অপ্রাপ্তিজনিত সন্তাপ সদ্য দূর করিয়াছিলেন। এই শ্লোকে কার্য্য দ্বারা অর্থাৎ অখণ্ড মাধুর্য্যধাম আনন্দমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গনরূপ কার্য্য দ্বারা সৈরিন্ধ্রীর ভাবের প্রশংসা করা হইয়াছে। তন্মধ্যেও—

"সহোষ্যতামিহ প্রেষ্ঠ দিনানি কতিচিন্ময়া।
রমস্ব নোৎসহেত্যক্তুং সঙ্গং তে ঽম্বুরুহেক্ষণ ॥"

হে প্রিয়! কতিপয় দিবস তুমি আমার সহিত বাস কর, আমার সহিত রমণ কর। হে কমললোচন! আমি তোমার সঙ্গ ত্যাগ করিতে অসমর্থ্য। এই শ্লোকে শ্রীশুমুনি কুব্জার শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমই প্রকাশ করিয়াছেন। অতএব—

"সৈবং কৈবল্যনাথং তং প্রাপ্য দুষ্প্রাপমীশ্বরম্।
অঙ্গরাগার্পণেনাহো দুর্ভগেদমযাচত।
দুরারাধ্যং সমারাধ্য বিষ্ণুং সর্ব্বেশ্বরেশ্বরম্!
যো বৃণীতে মনোগ্রাহ্যমসত্ত্বাৎ কুমনীষ্যসৌ ॥"

অনন্তর সেই কুব্জা ঐকান্তিকভক্ত কর্ত্তৃক সেবনীয় দুষ্প্রাপ্য পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে ভগবৎ-ধর্ম্মাংশ অঙ্গরাগ অর্পণরূপ কারণে পাইয়া যদ্যপি পূর্ব্বে বর্ণিতপ্রকার তিন স্থানে বাঁকা রূপ দৌর্ভাগ্যবতী ছিল, তথাপি সম্প্রতি "আমার সহিত কতিপয় দিন মদীয় গৃহে বাস কর এবং আমার সহিত রমণ রমণ কর"- এইরূপ সৌভাগ্যই যাচ্ঞা করিয়াছিলেন ; ইহা খুবই আশ্চর্য্যের সংবাদ।

অতএব ১০।৮১ অধ্যায়ে শ্রীদাম বিপ্রকে উদ্দেশ করিয়া পুরস্ত্রীগণ যেমন বলিয়াছিলেন—"এই ভিক্ষু অবধূত, শ্রীহীন, ব্যবহারদৃষ্টিতে অতি গর্হিত এবং